অবতরণিকা

সরকার বৈদেশিক ঋণ এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত/স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানসমূহকে চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্পভিত্তিক ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান করে আসছে। এ ঋণের সর্বোত্তম ব্যবহার দেশের সার্বিক উন্নয়নের সহায়ক। আধুনিক প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই কেবল এ ঋণের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। আর এর মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্য । সংস্থাসমূহ এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিবে বলে মনে করি। একই সাথে ঋণ চুক্তির শর্তানুযায়ী নিয়মিত ডিএসএল পরিশোধের মাধ্যমে নতুন নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্র সৃষ্টিতে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করবে বলে আশা করি।

ডিএসএল হিসেবে প্রাপ্তব্য অর্থ বাজেটের সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়নে ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতি বৎসর বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সরকারকে পরিশোধযোগ্য বৈদেশিক ও স্থানীয় ঋণের আসল ও সুদের হিসাবের সমন্বয়ের একটি ডিএসএল নির্দেশিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রতিটি ঋণের তথ্য সংগ্রহপূর্বক ঋণ চুক্তির শর্ত মোতাবেক ক্রেডিট লাইনভিত্তিক হিসাব কম্পিউটারে হালনাগাদ করা হচ্ছে যা পূর্বেকার Manual পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জটিলতা নিরসন করে একটি Transparent পদ্ধতিতে রুপান্তরিত হয়েছে। এছাড়াও সংস্থাসমূহ থেকে আপত্তি পাওয়ার পর ডিএসএল বিষয়ে সঙ্গতি বিধানেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিএসএল এর মত জটিল হিসাব ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই। এ উপলব্ধি থেকে অর্থ বিভাগ ডিএসএল হিসাবের কম্পিউটারাইজেশনের কার্যকর বাস্তবায়ন এবং তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। এ হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণে সংস্থা সমূহের সহযোগিতাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সংস্থাসমূহ পূর্বের ন্যায় ডিএসএল সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে যে কোন সময় এই হিসাবকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারবে।

ডিএসএল হিসাবের এ সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা সংশ্লিষ্ট আমি তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে ডিএসএল হিসাব বিবরণী ও নির্দেশিকা প্রণয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং এর আরও উৎকর্ষ সাধন প্রত্যাশা করছি।

(ডঃ মোহাম্মদ তারেক)
অর্থ সচিব।